আন্তর্জাতিক দারিদ্র বিমোচন দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
১৭ অক্টোবর ২০০৩

গতকাল আমরা বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করেছি, আজ আন্তর্জাতিক দারিদ্র বিমোচন দিবস পালন করছি। ক্ষুধা ও দারিদ্রের মাঝে নিবিড় যোগসূত্র থাকায় এ বছর অনুষ্ঠানসমূহ যৌথভাবে আয়োজিত হচেছ।

দৈনিক ১ ডলারের কম রোজগার নিয়ে বেচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত আনুমানিক ১২০ কোটি মানুষ। প্রায় ৮৪ কোটি ভুগছে ক্ষুধার যন্ত্রণায়, পরিণামে প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করে ২৪ হাজার মানুষ যাদের অধিকাংশই শিশু। ক্ষুধার্ত মানুষের কর্মক্ষমতা কমে আসে এবং তারাই রোগব্যাধির প্রধান শিকার। বিশ্বের সকল দেশের সম্মতিক্রমে স্থিরকৃত সহস্রাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্যে পৌছুতে নষ্ট করার মতো কোন সময়ই আমাদের হাতে নেই। ২০15 নাগাদ ‘ক্ষুধার্ত এবং দৈনিক এক ডলারের কম উপার্জন করে এমন লোকের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনা’ সহস্রাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্যের অন্যতম একটি ।

উপরোল্লিখিত লক্ষ্যের পাশাপাশি অন্যান্য সহস্রাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্যসমূহ অর্জন অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সহস্রাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্যের অন্যতম একটি ‘উন্নয়ণের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব’ র ন্যায় আর কোনটিই এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অংশীদারিত্ব অনেক উন্নয়ণশীল রাষ্ট্রের কাছ থেকে কঠিন সংস্কার আর উন্নত দেশগুলো থেকে শক্তিশালী কর্মসূচি দাবি করে।

‘মুক্ত এবং ন্যায্য’ দুটোই বাণিজ্যের জরুরি উপাদান। শুল্ক এবং শুল্কমুক্ত বাধাসমূহ হ্রাস এবং ক্রমবিলুপ্তি বিষয়ে সমঝোতায় উপণীত হতে কানকুনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার সম্মেলনের ব্যার্থতা গভীর চিন্তার বিষয়। এই বাধাসমূহ উন্নত দেশের বাজারে অনেক উন্নয়ণশীল রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেবে, ফলে- প্রবৃদ্ধি মুখ থুবড়ে পড়বে, অবরুদ্ধ হবে সুযোগ দ্বার, এবং খাদ্য ঘাটতির স্বীকার হবে অগণিত মানুষ যারা দারিদ্রের দায়মুক্তির উপায় হিসাবে বাণিজ্য চেয়েছিল।

উন্নয়ণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থায়ণ বিষয়ক মনটেরি ও জোহান্সবার্গ শীর্ষ সম্মেলনে উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় বেশ কিছু সূচকমান ও প্রতিশ্রুতি নির্দিষ্ট হয়েছে। কিছু অগ্রগতি অর্জিত হলেও এসকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য এখনও অনেক কিছু করা প্রয়োজন।

একটি বিশ্ব - যা সহস্রাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর নয়, যা ক্ষুৎপীড়ণের চোরাবালি, রোগব্যাধির দৌরাত্ম আর দারিদ্রের হতাশায় নিমজ্জিত- তা কখনই শান্তির বিশ্ব হতে পারে না। এই দিনে আমরা ক্ষুধা ও দারিদ্রের মাঝে , উন্নয়ণ ও শান্তির মাঝে সংযুক্তির আহবান জানাই। আর তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ধনী-দরিদ্র যৌথভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে আত্ম নিয়োগ করি।

** ** **